ইবিতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০

ফাঁকা গুলি-ককটেল বিস্ফোরণ, তিন হলে তল্লাশিতে কিছুই মেলেনি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ২৭ আগস্ট, ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যাবে ৪ মিনিটে

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে রবিবার মধ্যরাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় ছাত্রলীগের উভয় পক্ষের কাছে দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা দেখা যায়। ছবি : কালের কণ্ঠ

অ- অ অ+

আধিপত্য বিস্তারের জেরে গত রবিবার রাতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) শাখা ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হয়।

এ সময় তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়াসহ অর্ধডজন ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। উভয় পক্ষের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হলে তল্লাশি চালায় প্রশাসন, কিন্তু কিছু মেলেনি বলে নিশ্চিত করেছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আনিচুর রহমান।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রবিবার রাতে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রাকিবের নেতৃত্বে ২০-২৫ জন নেতাকর্মী সাদ্দাম হোসেন হলের ২৩৫ নম্বর কক্ষে গিয়ে প্রতিপক্ষের কর্মী নীলকে হুমকি দেয়। এর জেরে উভয় পক্ষের মধ্য উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে রাকিবের সহকর্মী সুমন কুমারকে মারধর করে প্রতিপক্ষ।

এ সময় রাকিবসহ অন্যরা পালিয়ে যায়। পরে জিয়া মোড়ে বর্তমান কমিটির নেতাকর্মী ও বঙ্গবন্ধু হলের সামনে তাদের প্রতিপক্ষ অবস্থান নেয়। এ সময় বর্তমান কমিটির কর্মীরা মিছিলসহ বঙ্গবন্ধু হলের দিকে গেলে প্রতিপক্ষ তাদের ধাওয়া দেয়। দুই পক্ষের কর্মীদের হাতেই দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড ও লাঠিসোঁটা ছিল। পরে উভয় পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। একপর্যায়ে পিছু হটে বর্তমান কমিটির কর্মীরা।

এ সময় তিন রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। অন্যদিকে জিয়া মোড়, জিয়াউর রহমান হলের সামনে ও লালন শাহ হলের সামনে অর্ধডজন ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

পরে গতকাল সকাল থেকে উভয় পক্ষই ক্যাম্পাসে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করে তারা। এ সময় বর্তমান কমিটির নেতারা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রক্টরের পদত্যাগসহ বঙ্গবন্ধু হলে তল্লাশির দাবি জানায়। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ শুধু বঙ্গবন্ধু হল নয়, সব হলেই একযোগে তল্লাশির দাবি করে।

পরে বিকেল ৩টার দিকে প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু হল, লালন শাহ ও সাদ্দাম হোসেন হলে তল্লাশি চালায় কর্তৃপক্ষ। এক ঘণ্টায় প্রায় অর্ধশত কক্ষে তল্লাশি চালিয়ে কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি তারা। এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রক্টর ড. আনিচুর বলেন, ‘গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তবে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে এ অভিযান চলবে।’ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থীর দাবি, ‘কোনো প্রকার নোটিশ ও তথ্য ছাড়া প্রশাসন তল্লাশি চালিয়েছে। এতে শুধু আতঙ্ক ছড়িয়েছে।’

ইবি শাখা ছাত্রলীগ নেতা রাকিব দাবি করেন, ‘রবিবার রাতের ঘটনাটি সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করার লক্ষ্যে কিছু অছাত্র এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। আমরা পরবর্তী সময়ে বসে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।’

অন্যদিকে প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগ নেতা তন্ময় সাহা টনি বলেন, ‘শোকের মাসে সাধারণ সম্পাদক (রাকিব) আমাদের দুই কর্মীকে অযাচিতভাবে মারধর করেন। আমরা এর কারণ জানতে চাইলে তাঁরা আমাদের ওপর চড়াও হন। পরবর্তী সময়ে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।’

এ ঘটনায় ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্মণকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে প্রশাসন।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন শেখ রাসেল হলের প্রভোস্ট ড. মিয়া রাশিদুজ্জামান ও সহকারী প্রক্টর জনাব মো. জাহাঙ্গীর সাদাত। কমিটিকে আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এস এম আব্দুল লতিফ এ তথ্য জানান। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগও চার সদস্যের আরেকটি কমিটি গঠন করেছে। তবে এটিকে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের পকেট কমিটি বলে দাবি করেছে প্রতিপক্ষরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র বর্ম্মণ বলেন, ‘উভয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলে (তাদের) শান্ত করেছি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও সব বিষয়ে অবগত করেছি। এখন ক্যাম্পাস স্বাভাবিক আছে।’